দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

2

6

সরকারী অনুদান মেলেনি।। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ বন্ধ

।। মফিজুল হক তার।।

গাইবান্ধা, ১৮ই জানুয়ারী।—প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান কিংবা সরকারী মঞ্জুরি না থাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬শ' ২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃ নির্মাণ কিংবা মেরামতের কাজ এখনো শুরু হয়নি। ফলে ওই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গাইবান্ধার প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় ৭টি উপজেলায় ২শ' ৬৪টি এবং ১৯৮৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যায় ৩শ' ৬৩টিসহ মোট ৬শ' ২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাকার অংকে এই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার ২৯।

সূত্রটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী গাইবান্ধার ৭টি উপজেলায় চালু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬শ' ৯৩টি। এর মধ্যে ৬শ ২৭টিই গত দু'বছরের বন্যায় [illegible]

ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় সম্পূর্ণ রূপে ১৩টি, আংশিকভাবে ৫৬টি; গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় আংশিকভাবে ১শ' ১৭টি পলাশবাড়ী উপ-জেলায় আংশিকভাবে ৫৯টি, ফুলছড়ি উপজেলায় সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে যথাক্রমে ৩৮ ও ৭৩টি, সাঘাটা উপজেলায় সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে যথাক্রমে ২৮ ও ১শ' ৩৭টি, সাদুল্লাপুর উপজেলায় আংশিকভাবে ৪৫টি এবং সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে যথাক্রমে ১১ ও ৯৬টি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ কিংবা মেরামতকল্পে যেখানে প্রায় তিন কোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে আজ পর্যন্ত কোন টাকা পয়সার অনুদান কিংবা সরকারী মঞ্জুরি মেলেনি। ফলে এই সব ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে কিংবা গাছতলায় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতির অভাবে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে লেখাপড়ার কাজ করছে।

গাইবান্ধা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এইসব বিদ্যালয়ের পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত কল্পে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক লেখালেখি করা হয়েছে; কিন্তু এখনো কোন অনুদান কিংবা আর্থিক মঞ্জুরি মেলেনি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা আরও শোচনীয় ও নাজুক হয়ে পড়েছে।